ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০

তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার; তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি

ভূমিকা

একবিংশ শতকের তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বে তথ্য পাওয়া ও জানার অধিকার যে কোনো দেশের নাগরিকদের অনেকটাই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। যার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮ তম সম্মলেনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে। যা গেলো বছর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে গৃহীত হয় 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস' (International Day for the Universal Access to Information) হিসেবে।[১] যদিও এমন স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম প্রচেষ্টা বা দাবি বেসরকারি তথা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার কর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে।

দিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতাই নয় তথ্য পাবার অধিকারের আইনি ভিত্তি দিতে দেশে দেশে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হচ্ছে। চলতি বছর পর্যন্ত ১২৮টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।[২] সংবিধানে(৩৯ অনুচ্ছেদ)[৩] নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে চিন্তা, বিবেক ও মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তার প্রায়োগিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে বাংলাদেশও। এর বাইরে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' বা এসডিজির ১৬ অভীষ্টে জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে তথ্য পাওয়ার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করার ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (লক্ষ্য ১৬.১০)।[৪]

কোভিড-১৯ ও তথ্য অধিকার দিবস

চলতিবছর শুরু থেকেই কোভিড-১৯ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য খাতসহ যে বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হয়েছে তাতে মানুষের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বড় আকারে ধাক্কা খেয়েছে। ছোট-বড়, উন্নত-অনুন্নত সব দেশই অভূতপূর্ব এই অতিমারি ব্যবস্থাপনায় কম বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকতে অতিমারি সম্পর্কে পর্যাপ্ত, সময়োপযোগী তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে কর্তৃপক্ষ বাধা তৈরি করেছে অথবা সঠিক তথ্য অস্বীকার করার প্রবণতা দেখিয়েছে। যেটি অতিমারি কেন্দ্রীক গুজবকে উসকে দিয়েছে, ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়াকে নিয়ে গেছে ভিন্ন এক সংকটের দিকে। যদিও সংকট মোকাবেলায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সঠিক তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করার ওপর শুরু থেকেই জোর দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।[৫] এমন বাস্তবতায় **'সংকটকালে অবাধ তথ্য প্রবাহ'** এই প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ পালনের ঘোষণা দিয়েছে ইউনেস্কো। **'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার'** প্রতিপাদ্যে **'সংকটকালে তথ্য পেলে জনগণের মুক্তি মেলে'** এই শ্লোগানে বাংলাদেশও সরকারিভাবে দিবসটি পালন করছে।

করোনাকালীন তথ্য প্রবাহ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

করোনা অতিমারির তথ্য-উপাত্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উদার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণবাদী সরকারগুলো যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশও। সংকটের শুরুর দিকে এটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা এবং পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকার ঘাটতি, একের পর এক দুর্নীতি- অনিয়ম, অনৈতিক যোগসাজশ ও সমন্বয়হীনতার খবর গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করা বা নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে কথা বলায় নিষেধাজ্ঞা[৬], সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের জন্য বিব্রতকর হয় এমন কিছু শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়[৭]। গুজব বা মিথ্যা সংবাদ ঠেকানোর কথা বলে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোকে নিয়মিত মনিটরিং, পরিস্থিতির বড় ধরনের উন্নতি না হলেও স্বাস্থ্যের নিয়মিত ব্রিফিং বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের তথ্য পাবার বিষয়টিকে কঠিন করে তোলা হয়েছে। অবাধ তথ্য বাধাগ্রস্ত করাই নয়, করোনাকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনাও ছিলো উল্লেখ করার মতো। আর্টিকেল নাইটিন এর তথ্যানুযায়ী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর আওতায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে যাতে ৪২ জন সাংবাদিককে আসামি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ও এর করোনোকালীন ব্যবহার:

যে কোনো সংকট মোকাবেলায় সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি কমাতে তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিশ্বজুড়ে এই আইনি কাঠামোটি কোভিড-১৯ শিকার হয়ে পড়েছে বা সাময়িকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।[৮] করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে মার্চ মাস থেকে চলা লকডাউনে সরকারি অফিস ও দফতরগুলো প্রায় বন্ধ বা সীমিত পরিসরে চালু থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশেও আইনটি একইরকম পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কমিশনও এসময় সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আইনটির অধীনে তথ্য পাবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় বিষয়টি সরকারি পর্যায়েও গুরুত্ব পায়নি। যার প্রভাব পড়েছে তথ্য পাবার

[1] https://undocs.org/en/A/RES/74/5
[2] https://www.rti-rating.org/country-data/
[3] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html
[4] https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
[5] https://reliefweb.int/report/world/disease-pandemics-and-freedom-opinion-and-expression-report-special-rapporteur
[6] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/covid-19/Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf
[7] https://www.article19.org/resources/bangladesh-alarming-crackdown-on-freedom-of-expression-during-coronavirus-pandemic/
[8] https://www.thedailystar.net/opinion/news/rtifoi-acts-another-victim-the-covid-19-pandemic-1902607?amp

আবেদনের ক্ষেত্রেও। কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে তথ্য কমিশনে অভিযোগ জমা পড়েছে ১৫৮টি। যা গেলো বছরের অর্ধেক প্রায়। ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে অভিযোগ দায়ের হয়েছিলো ৩ শত। এই সময়ে সারা দেশে সরকারি অফিসগুলোয় তথ্য প্রাপ্তির কতো আবেদন পড়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও, তা যে বড় আকারে কমে গেছে তা বলাই বাহুল্য। যা আইনি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় একটি ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা এক দশকে তথ্য জানতে আইনটির ব্যবহার নিয়ে নাগরিকদের আগ্রহ খুব একটা বাড়েনি। যার বড় প্রমাণ এই আইনে দশ বছরে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পড়েছে মাত্র ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯০টি[৯] অর্থাৎ বছর প্রতি ১১ হাজারের কিছু বেশি। যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় এবং বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির ব্যাপকতার দৃষ্টিকোন থেকে খুবই সামান্য।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

আইনগতভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও বাংলাদেশে এর বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে আবেদন সাপেক্ষে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে (ধারা ৪) এবং প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিকহলে তথ্য অধিকার আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (ধারা ৩)। কিন্তু একই আইনের ৭ নম্বর ধারায় 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা,অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি', এই যুক্তিতে বৃহৎ ব্যতিক্রম তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে, যার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা না থাকায় অপব্যবহারের সুযোগ থাকে। পাশাপাশি 'জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া', 'মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য' সহ বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তথ্য না দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে কার্যত অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩– কে তথ্য অধিকার আইনের ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে।[১০] পরবর্তীতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১– এ কেবলমাত্র 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' কাছেই তথ্য প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] এমন বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মত একটি নিবর্তনমূলক আইনকে কার্যকর করা হয়েছে, এবং উদ্বেগজনকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।[১২]

উল্লিখিত ব্যতিক্রম তালিকার যে ২০টি ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়ার অধিকার রহিত করা হয়েছে তার অন্তত চারটি ক্ষেত্রে (আইন অনুসারে শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য; কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এ ধরনের কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক তথ্য; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য এবং কোনো ব্যক্তির আইন দিয়ে সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য) অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে। পাশাপাশি এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে ব্যবসা, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রায়শই পরিপূর্ণ অবগত না থাকার কারনে তথ্য প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

তথ্য অধিকার: টিআইবির প্রয়াস

'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে টিআইবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কাজ করছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহিতা অর্জনে অবদান রাখা টিআইবির অন্যতম কৌশলগত প্রাধান্য ক্ষেত্র। টিআইবির উদ্যোগে গঠিত ৪৫টি সনাক অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, ভূমি এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে কার্যালয়ভিত্তিক এবং ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা কার্যক্রম মূলত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহায়ক হিসেবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের এক গ্রহণযোগ্য উদাহরণ।

এছাড়া, আইন বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে একদিকে টিআইবি ও সনাক সংশ্লিষ্ট সকলকে আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অন্যদিকে 'তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার; তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি' বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ এবং বিষয়ভিত্তিক গণনাটক আয়োজনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে এই আইন বিষয়ে প্রচারণা এবং আইন ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১০ সাল থেকে টিআইবি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে তথ্য মেলার আয়োজন করে আসছে। উল্লেখিত তথ্য মেলায় সকল পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রদত্ত সেবার তথ্য বিতরণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে।

২০১৭ সালে প্রথমবার এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো টিআইবি ও তথ্য কমিশনের মধ্যে তিন বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার আওতায় সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে টিআইবি। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যদের এ আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও তাদের দ্বারা বিভিন্ন ক্যাম্পাইনের মাধ্যমে জনগণকে এ আইন সম্পর্কে জানানো হয়ে থাকে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত রাখতে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও চর্চার বিরুদ্ধে গবেষণাভিত্তিক প্রচার ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০: টিআইবির দাবি

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস দেশবাসীর জন্য একটি সুযোগ হয়ে এসেছে। জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই দিনটিকে যেমন তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব, একইভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা সুযোগ পাবেন জনগণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই আইনের প্রয়োগের পথে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলার উপায় বের করার। বিশেষ করে করোনো দুর্যোগকালীন এই সময়ে

[৯] তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯।
[১০] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1011&sections_id=39079
[১১] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1072&sections_id=41350
[১২] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47490

সংকট মোকোবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা আনতে টিআইবির পক্ষ থেকে **'তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার; তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি'** এই শ্লোগানে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে–

১. সংকটকালে কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতে কার্যকর নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
২. তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে;
৩. তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থি বিদ্যমান আইনসমূহ সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে, যেমন– ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৩২ ধারাসহ বাক্স্বাধীনতার পরিপন্থি অন্যান্য ধারা;
৪. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় হয়রানিমূলক গ্রেফতারের শিকার গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলকে মুক্তি দানের মাধ্যমে আস্থার পরিবেশ তৈরি ও স্বাধীন মতপ্রকাশের সুরক্ষা দিতে হবে;
৫. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্যবসা, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
৬. তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে; যেমন– ব্যতিক্রম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহে জনস্বার্থের প্রাধান্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে;
৭. তথ্য ফরম পূরণের আবশ্যকতা হিসেবে তথ্য কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করার বিধান বাদ দিতে হবে;
৮. তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান করতে হবে;
৯. সকল কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫ ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে;
১০. তথ্য অধিকার আইনকে অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আপিলসমূহ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে পরবর্তী দশকের জন্য বাস্তবায়ন কৌশল এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে;
১১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
১২. তথ্য-প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার ও আইন বাস্তবায়নের গতি, তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণে তথ্য কমিশনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে; এবং
১৩. তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রমে সুশীল সমাজ, জনগণ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার:

উন্নয়নকে টেকসই, গতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক করতে অবাধ তথ্য প্রবাহের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজ, সরকার, তথ্য কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সংক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। আর তাই জনগণকে এই আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি - ০৫, সড়ক - ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ফোন: +৮৮০-২- ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২০